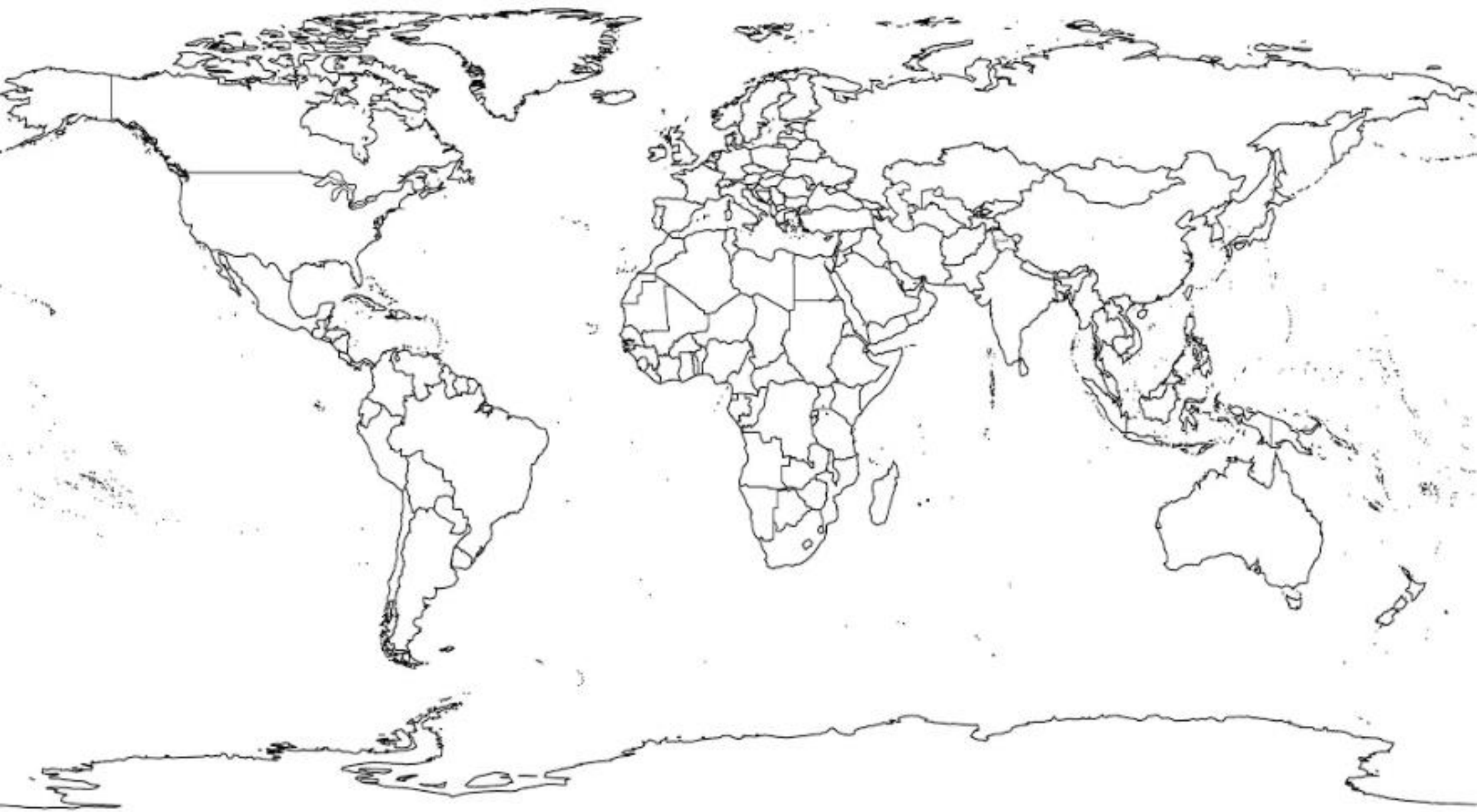

GREENLAND
U.S.A.
CANADA
U.S.A.
MEXICO
NORTH ATLANTIC
RUSSIA
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
CHINA
IRAN
IRAQ
INDIA
PAKISTAN
TURKEY
JAPAN
NORTH PACIFIC
PHILIPPINES
INDONESIA
PAPUA NEW GUINEA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
MAURITANIA
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
NIGERIA
ETHIOPIA
SOMALIA
C.A.R.
SOUTH SUDAN
ANGOLA
ZAMBIA
MADAGASCAR
SOUTH AFRICA
INDIAN OCEAN
VENEZUELA
GUYANA
COLOMBIA
ECUADOR
BRAZIL
PERU
BOLIVIA
PARAGUAY
CHILE
ARGENTINA
URUGUAY
SOUTH PACIFIC
SOUTH ATLANTIC
N
W
E
S
ANTARCTICA

জাতিসংঘ

United Nations (UN)

গল্প

পটভূমিঃ

জাতিসংঘ বা রাষ্ট্রসঙ্ঘ সংগঠিত হয় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আইন, নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক অগ্রগতি এবং মানবাধিকার বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষে।

দুটি ধ্বংসাত্মক বিশ্বযুদ্ধের পরে যুদ্ধ এড়াতে, মানবাধিকার রক্ষার্থে, আন্তর্জাতিক আইন সমর্থনে এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্যে জাতিসংঘ গঠন করা হয় ১৯৪৫ সালে। ৫১টি রাষ্ট্র জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করার মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে যাতে যুদ্ধ ও সংঘাত প্রতিরোধ করা যায়,

এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিজয়ী মিত্রশক্তি জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে চান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ের বিশ্ব রাজনীতির পরিস্থিতি জাতিসংঘের সাংগঠনিক কাঠামোতে এখনও প্রতিফলিত হচ্ছে।

জাতিসংঘ গঠন

আটলান্টিক সনদ

- ১৪ আগস্ট, ১৯৪১
- ঘোষণা দেন- ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট (তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট) উইন্সটন চার্চিল (বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী)
- স্থান- আটলান্টিক মহাসাগরে বৃটিশ নৌ-তরী ‘প্রিন্স অব ওয়েলস'-এ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য।

জাতিসংঘ গঠন

তেহরান সম্মেলন

- ১৯৪৩ সাল
- স্থান- ইরানের তেহরানে
- ঘোষণা দেন- রুজভেল্ট (মার্কিন প্রেসিডেন্ট), চার্চিল (ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী) এবং স্টালিন (সোভিয়েত ইউনিয়নের সেক্রেটারী জেনারেল) এক বৈঠকে জাতিসংঘ গঠনে একমত হন।

জাতিসংঘ গঠন

ইয়াল্টা সম্মেলন

- ১৯৪৫ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে
- স্থান- ইউক্রেনের ইয়াল্টায়
- যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য রুজভেল্ট, চার্চিল এবং স্টালিন ইউক্রেনের ইয়াল্টায় এক সম্মেলনে মিলিত হন।

জাতিসংঘ গঠন

ইয়াল্টা সম্মেলন

- ক্রিমিয়া সম্মেলন’ নামেও পরিচিত।
- সম্মেলনে ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্রকে ভেটো ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

জাতিসংঘ গঠন

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলন

- ২৫ এপ্রিল ১৯৪৫, সানফ্রান্সিসকো'তে ৫০টি দেশের প্রতিনিধিরা একটি সম্মেলনে যোগ দেন।
- ২৬ জুন তারা ১১১ ধারা ও ১৯ অধ্যায় সম্বলিত জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষর করেন।

জাতিসংঘ গঠন

১৫ অক্টোবর সম্মেলনে অংশ না নেয়া প্রথম দেশ হিসেবে পোল্যান্ড জাতিসংঘ সনদে স্বাক্ষর করে। আর সনদটি কার্যকর হয় ২৪ অক্টোবর অর্থাৎ সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত না থেকেও জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হওয়ার পূর্বেই তাতে স্বাক্ষর করে পোল্যান্ড।

জাতিসংঘ গঠন

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্র ৫০টি, কিন্তু সেই সম্মেলনে গৃহীত সনদে স্বাক্ষরকারী দেশ ৫১টি (পোল্যান্ড'সহ)।

সাধারণ তথ্যঃ

প্রতিষ্ঠা- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ (জাতিসংঘ সনদ কার্যকর)

প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য- ৫১

বর্তমান সদস্য- ১৯৩ (পর্যবেক্ষক দেশ)

সর্বশেষ সদস্য- দক্ষিণ সুদান (১৪ জুলাই ২০১১)

সাধারণ তথ্যঃ

সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক

ইউরোপীয় সদর দপ্তর- জেনেভা

মূল সংস্থা- ৬টি

অফিশিয়াল/দাপ্তরিক ভাষা- ৬টি (ইংরেজি, ফরাসি, চীনা, রুশ, স্পেনিশ ও আরবি)

সাধারণ তথ্য

সচিবালয়ে ব্যবহৃত ভাষা- ২টি (ইংরেজি ও ফরাসি)

প্রথম মহসচিব —ট্রাইগভে লি (নরওয়ে)।

বর্তমান মহাসচিব- এন্তেরিও গুতেরেস(৯ম) পর্তুগাল।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে উপস্থিত সদস্য- ৫০ টি

জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয়- ২৬ জুন, ১৯৪৫

জাতিসংঘ সনদের মূল স্বাক্ষরকারী দেশ- ৫১ টি

জাতিসংঘ সনদ কার্যকরী হয়- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে

জাতিসংঘ দিবস- ২৪ অক্টোবর(এই দিনে ‘জাতিসংঘ সনদ’ কার্যকর হয়)

জাতিসংঘের সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক

জাতিসংঘের সদস্য নয়- তাইওয়ান, ভ্যাটিকান, কসোভো এবং ফিলিস্তিন

জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক- ভ্যাটিকান এবং ফিলিস্তিন

জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরকারী সম্মেলনে (সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে) উপস্থিত না থেকেও যে দেশটি জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য হিসেবে পরিগণিত হয়- পোল্যান্ড

জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য- ১৯৩ (ফিলিস্তাইন ও ভ্যাটিকান সিটি বাদে)

বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য।

জাতিসংঘের সদর দপ্তর- নিউইয়র্ক

জাতিসংঘের সর্বশেষ সদস্য- দক্ষিণ সুদান

দক্ষিণ সুদান জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ করে- ১৪ জুলাই,২০১১

বহিষ্কার/

পদত্যাগঃ

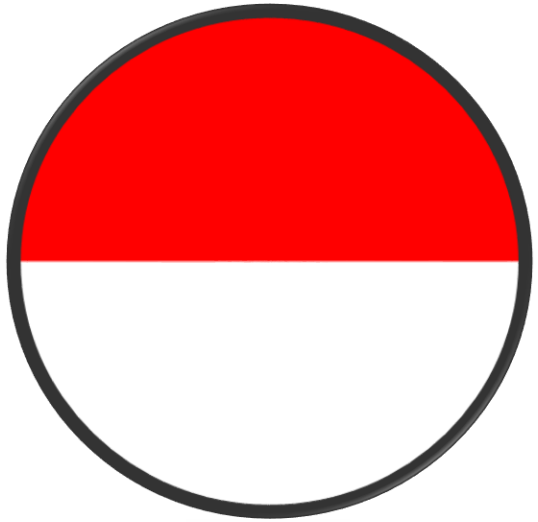

জাতিসংঘ হতে স্বেচ্ছায় পদত্যাগকারী একমাত্র দেশ- ইন্দোনেশিয়া। ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘ ত্যাগ করেছিল ১৯৬৫ সালে। পুনরায় ফিরে আসে ১৯৬৬

বসনিয়ায় হত্যাকান্ড পরিচালনার জন্য যুগোস্লাভিয়ার সদস্যপদ স্থগিত করা হয় ১৯৯৭ সালে

দক্ষিণ আফ্রিকার সদস্যপদ ১৯৭৪-১৯৯৪ পর্যন্ত ২০ বছর স্থগিত ছিল।

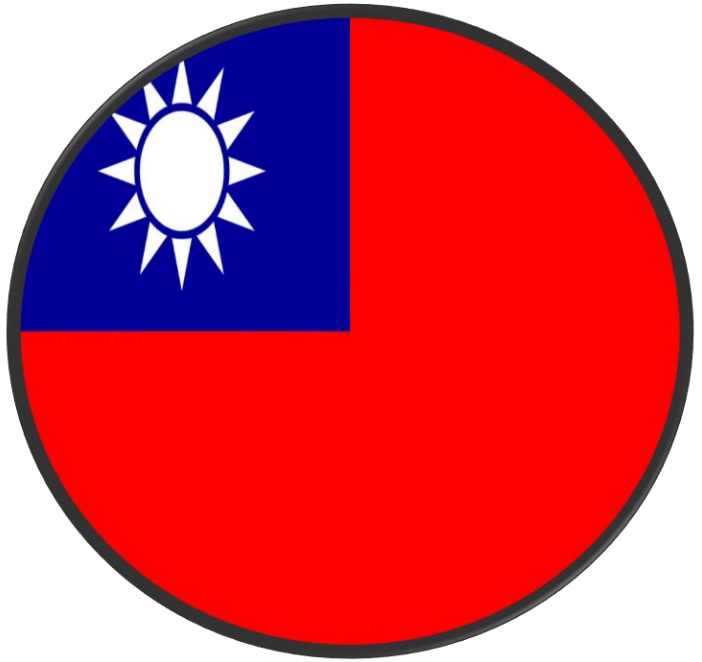

পূর্বে কোন দেশ জাতিসংঘের সদস্য ছিল বর্তমানে নেই- তাইওয়ান। তাইওয়ান চীনের নিকট জাতিসংঘের সদস্যপদ হারায়- ১৯৭১

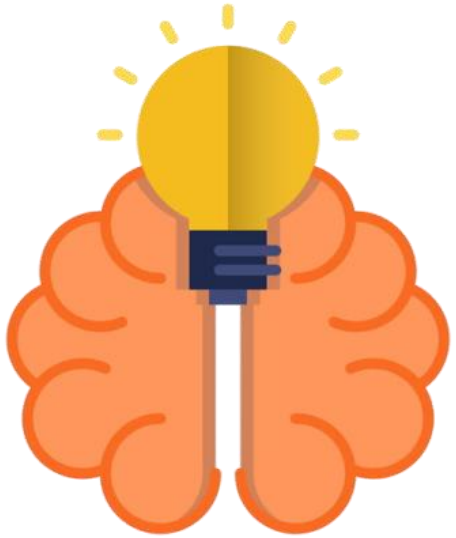

জেনে রাখা

ভালো

- কোনটি বিশ্বের স্বাধীন দেশ হয়েও জাতিসংঘের সদস্য নয়?- ভ্যাটিকান ও কসোভো।
- জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় অবস্থিত?- জাপানে।
- জাতিসংঘের পতাকায় কোন গাছের প্রতীক দেখা যায়?- জলপাই গাছের।
- জাতিসংঘের কোন মহাসচিব বিমান দূর্ঘটনায় নিহত হয়েছিল?- দ্যাগ হ্যামারশোল্ড।

- কোন পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘে নতুন সদস্য গ্রহন করা হয়?- নিরাপত্তা পরিষদের।
- জাতিসংঘের সচিবালয় কোথায় রয়েছে?- নিউইয়ার্ক, জেনেভা, নাইরোবি ও ভিয়েনায়।
- জাতিসংঘের সদর-দপ্তরের স্থপতি কে ছিলেন?- ওয়ালেস কে হ্যারিসন(যুক্তরাষ্ট্র)
- জাতিসংঘের সদরদপ্তরের লাইব্রেরীর নাম কি?- দ্যাগ হ্যামারশোল্ড লাইব্রেরী, এর সম্মেলন স্থানের নাম ফ্লাশিং মিডোস।

জাতিসংঘ সনদ সংশোধনঃ

২৩,২৭,৬১ ও ১০৯ নং

অনুচ্ছেদঃ-

২৩

১৯৬৩ সালে ২৩ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ৬ থেকে বাড়িয়ে_১০ করা হয়।

২৭

১৯৬৩ সালে নিরাপত্তা পরিষদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে নূন্যতম সমর্থন সংখ্যা ৭ থেকে বাড়িয়ে ৯ করা হয়।

৬১

১৯৬৫ সালে ECOSOC এর সদস্য ১৮ থেকে ৫৪ করা হয়।

১০৯

১৯৬৮ সালে সদরদপ্তরের বাইরে যে কোন স্থানে সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আহবানের অনুমোদন দেয়া হয়।

জাতিসংঘে **সর্বাধিক চাদা** দানকারী দেশ হলো **যুক্তরাষ্ট্র**

জাতিসংঘের প্রথম **উপমহাসচিব** ছিলেন লুই ফ্রেসেট **(কানাডা)**

জাতিসংঘের ক্ষুদ্রতম দেশঃ

- আয়তনঃ **মোনাকো**
- জনসংখ্যায়ঃ **টুভ্যালু**

জাতিসংঘের বৃহত্তম দেশঃ

- আয়তনেঃ **রাশিয়া**
- জনসংখ্যায়ঃ **চীন**

জাতিসংঘের সংস্থা:

জাতিসংঘের মূল সংস্থা- ৬টি (বর্তমানে অবশ্য কার্যকর সংস্থা ৫টি । কারণ, ১৯৯৪ সালে পালাউ'র স্বাধীনতার পরপর অছি পরিষদ (Trusteeship Council) স্থগিত করা হয় ।)

সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়

সাধারণ পরিষদে প্রতিটি দেশের ভোট দেয়ার ক্ষমতা- ১টি

সাধারণ পরিষদ

(General Assembly)

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রতিটি সদস্য সর্বোচ্চ ৫ জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে।

বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়- ১৯৮৬ সালে

সভাপতিত্ব করেন- হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী

সাধারণ পরিষদ

(General Assembly)

নিরাপত্তা পরিষদ:
Security Council

২য় বার বাংলাদেশ (১৯৯৯ সালে নির্বাচিত, ২০০০-০১ মেয়াদে) সভাপতির দায়িত্ব পালন করে সভাপতিত্ব করেন- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী

নিরাপত্তা পরিষদ:
Security Council

নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি
নির্বাচিত হন ১ মাসের জন্য।

নিরাপত্তা পরিষদ:
Security Council

নিরাপত্তা পরিষদের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমপক্ষে- মোট ৯টি সদস্য রাষ্ট্রের সম্মতি প্রয়োজন (স্থায়ী সদস্য ৫টি ও অস্থায়ী সদস্য ৪টি দেশের সম্মতি প্রয়োজন)

নিরাপত্তা পরিষদ:
Security Council

নিরাপত্তা পরিষদ পরিচিত— স্বস্তি পরিষদ নামে

৫টি স্থায়ী রাষ্ট্র- যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,
রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন

বর্তমান ১০ টি অস্থায়ী সদস্য হচ্ছেঃ

Belgium (2020)

Niger (2021)

Dominican Republic (2020)

Viet Nam (2021)

Estonia (2021)

South Africa (2020)

Germany (2020)

Tunisia (2021)

Indonesia (2020)

Saint Vincent and the Grenadines (2021)

নিরাপত্তা পরিষদ:
Security Council

১৯৬৫ সালের আগে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য ছিল- ১১ টি

বাংলাদেশ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য

নিরাপত্তা পরিষদ:
Security Council

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা- ১৫ টি
(৫ টি স্থায়ী ও ১০ টি অস্থায়ী)

জাতিসংঘে ভেটো দানের ক্ষমতা
আছে- নিরাপত্তা পরিষদের ৫টি স্থায়ী রাষ্ট্রের

নিরাপত্তা পরিষদ:
Security Council

কোন পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘে নতুন সদস্য গ্রহন করা হয় -নিরাপত্তা পরিষদের।

ভেটো মানে- আমি এটা মানি না (না ভোট)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ:

Economic and Social Council (ECOSOC)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হয় -৩ বছরের জন্য

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বছরে -২ বার(অধিবেশন বসে- একটি জেনেভায় ও অন্যটি নিউইয়র্কে)

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সদস্য-৫৪ (১৯৬৫ আগে ১৮ এবং ১৯৭৩ আগে ২৭), এর পাঁচটি আঞ্চলিক কমিশন আছেঃ

- ESCAP= Economic & Social Commission for Asia and Pacific
- ECA= Economic Commission for Africa
- ECE= Economic Commission for Europe
- ECLAC= Economic Commission for Latin America and Caribbean
- ESCWA= Economic and Social Commission for Western Asia

আন্তর্জাতিক আদালত: International Court of Justice (ICJ)

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক আদালত পরিষদের নাম- স্থায়ী সালিশী আদালত

আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দফতরের নাম- শান্তি প্রাসাদ (হেগ, নেদারল্যান্ডস)

প্রধান কার্যালয়ঃ দি হেগ- নেদারল্যান্ডস

আন্তর্জাতিক আদালত: International Court of Justice (ICJ)

আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক- ১৫ জন, আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের মেয়াদ- ৯ বছর

বিচারকদের প্রত্যেকের মেয়াদ শেষ হয় ৫ ফেব্রুয়ারি

আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতি কত বছরের জন্য নির্বাচিত হয়- ৩ বছরের জন্য।

প্রথম মহিলা বিচারপতিঃ রোজানিল হিগিল- ব্রিটেন।

সচিবালয়: Secretariat

জাতিসংঘ সচিবালয়, জাতিসংঘ সদর দপ্তর ও বাইরে কর্মরত আন্তর্জাতিক কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত। এর দপ্তর সংখ্যা ৮ টি।

অছি পরিষদ:

১৯৯৪ সালে পালাউ স্বাধীন হলে জাতিসংঘের এই সংস্থাটি স্থগিত (suspended) করা হয় ।

জাতিসংঘের মহাসচিবগণঃ

1

ট্রিগভেলী-

নরওয়ে-

১৯৪৬~১৯৫২

2

দ্যাগ হ্যামারশোল্ড-

সুইডেন -

১৯৫৩~১৯৬১

3

উ থান্ট

মিয়ানমার

১৯৬১~১৯৭১

জাতিসংঘের মহাসচিবগণঃ

4

কুর্ট ওয়ার্ল্ডহেইম

অস্ট্রিয়া

১৯৭২~১৯৮১

5

পেরেজ দ্য কুয়েলার

পেরু

১৯৮২-১৯৯১

6

বুট্রোস ঘালী

মিশর

১৯৯২-১৯৯৬

জাতিসংঘের মহাসচিবগণঃ

কফি আনান

ঘানা

১৯৯৭-২০০৬

বান কি মুন

দক্ষিণ কোরিয়া

২০০৭~২০১৬

এন্তেনিও গুতেরেস -

পর্তুগাল -

২০১৭~বর্তমান

জাতিসংঘের

বিশেষায়িত সংস্থাঃ

World Bank

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, ডি.সি.

- একটি আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা
- উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য ঋণ ও অনুদান প্রদান করে।
- লক্ষ্য হল বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য বিমোচন।

- জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত স্বায়ত্তশাসিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান।
- বিভিন্ন দেশের মুদ্রামানের হ্রাস-বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করা এর প্রধান কাজ।

IMF (International Monetary Fund)- আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন, ডি.সি.

FAO (Food and Agricultural Organisation)

রোম, ইতালি

- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা যা ক্ষুধাকে জয় করার আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টায় নেতৃত্ব দেয়।
- উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কৃষির আধুনিকায়ন, উন্নত বন এবং মৎস্য চর্চায় সাহায্য করে সকলের জন্য পুষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

শ্রমিক-কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি ও তাদের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সংস্থা।

ILO (International Labour Organisation)- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

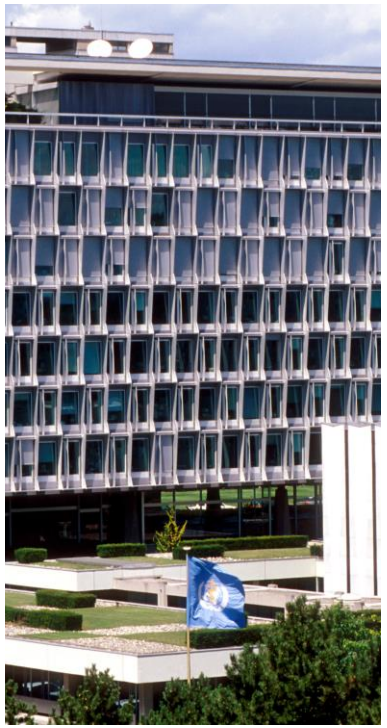
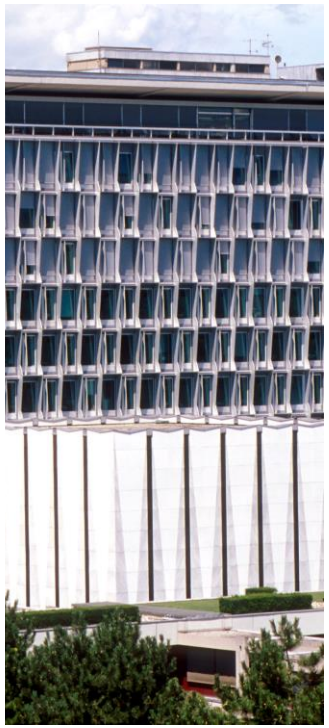

WHO (World Health Organization)-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

জেনেভা, সুইজারল্যান্ড

- প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৪৮ সালের ৭ এপ্রিল
- আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্যের জন্য কাজ করে থাকে
- এর প্রধান উদ্দেশ্যটি "সর্বোচ্চ সম্ভাব্য সকল মানুষের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা"।

বিশ্বে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রসার এবং উন্নয়নের মাধ্যমে মানুষের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো এই সংস্থার কার্যক্রম।

UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization)- জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা

প্যারিস

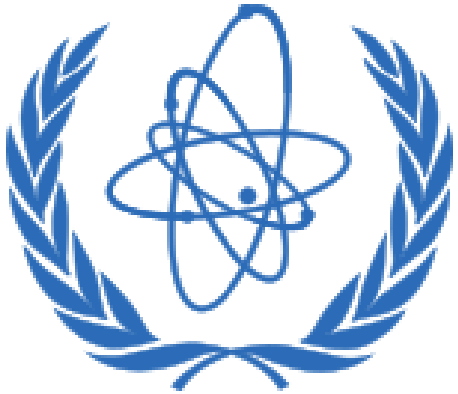

- বিশ্বে পরমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার এবং সামরিক উদ্দেশ্যে এর ব্যবহার রোধকল্পে কাজ করে থাকে।
- সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সদস্য সংখ্যা ১৭২টি।

IAEA(International Atomic Energy Agency)- আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা

ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

উন্নয়নশীল দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নিরসনে কাজ করে।

IFAD (International Fund for Agricultural Development)

রোম, ইতালি

IMO (International Maritime Organization)- আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থা

লন্ডন

- **এটি শিপিং নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়বদ্ধ**

UPU (Universal Postal Union)

সুইজারল্যান্ড

- এটি সদস্য দেশগুলির মধ্যে ডাক নীতি সমন্বয় করে

ITU (International Telecommunication Union)

জেনেভা

- তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি উদ্বেগের বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করে

WMO (World Meteorological Organization)

জেনেভা

এটা 193 সদস্য দেশ এবং অঞ্চলসমূহের সদস্যপদ সহ একটি আন্তঃসরকারী সংস্থা।

এটি দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও শিল্পোন্নত উন্নয়নে সহায়তা করে।

UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation)

অস্ট্রিয়া

দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সহযোগিতা করে বিশ্বজুড়ে বৌদ্ধিক সম্পত্তি (আইপি) প্রচার ও সুরক্ষার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

WIPO (World Intellectual Property Organisation)

জেনেভা

CTBTO
PREPARATORY COMMISSION

CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization)

ভিয়েনা, অস্ট্রিয়া

- **সংস্থাটি পারমাণবিক পরীক্ষার উপর নিষেধাজ্ঞার যাচাই করার দায়িত্ব পালন এবং বিশ্বব্যাপী পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা পরিচালনা করে**

এটি পরিবর্তনের পক্ষে ও দেশগুলিকে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং সংস্থানগুলির সাথে সংযুক্ত করে যাতে মানুষ তাদের জন্য আরও ভাল জীবন গড়তে সহায়তা করে।

UNDP (United Nations Development Programme)

নিউইয়ার্ক

UNHCR
The UN Refugee Agency

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

জেনেভা

শরণার্থী, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রহীন মানুষকে রক্ষার ম্যান্ডেট নিয়ে গঠিত

বিশ্বব্যাপী শিশুদের মানবিক এবং উন্নয়নমূলক সহায়তা প্রদান করে

UNICEF (United Nations Children's Fund)

নিউইয়ার্ক

UNITED NATIONS
UNCTAD

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)

জেনেভা

- **বাণিজ্য, বিনিয়োগ, এবং উন্নয়নের সমস্যাগুলি নিয়ে কাজ করে।**

UNFPA (United Nations Population Fund)

নিউইয়ার্ক

তাদের কাজ প্রজনন স্বাস্থ্যের উন্নতি জড়িত, জাতীয় কৌশল ও প্রোটোকল তৈরি এবং সরবরাহ, পরিসেবা সরবরাহ করে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা।

UNEP

UNEP (United Nations Environment Programme)

নাইরোবি, কেনিয়া

- **জাতিসংঘের পরিবেশগত কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিকে পরিবেশগতভাবে সুনির্দিষ্ট নীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করার জন্য দায়বদ্ধ**

United Nations Development Fund for Women

UNIFEM

UNIFEM (United Nations Development Fund for Women)

নিউইয়ার্ক

এটি নারীদের মানবাধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং অর্থনৈতিক সুরক্ষা প্রচারকারী উদ্ভাবনী কর্মসূচি এবং কৌশলগুলিতে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

সদস্যপদ লাভ : ১৯৭৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর । ৮ আগস্ট, ১৯৭২ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন করে। ১০ আগস্ট '৭২ চীন বাংলাদেশের সদস্যপদের বিরুদ্ধে ভেটো প্রদান করে। এটি ছিল চীনের প্রথম ভেটো প্রদান। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম দেশ। সদস্যভুক্তিকালীন জাতিসংঘের মহাসচিব ছিলেন কুর্ট ওয়াল্ডহেইম।

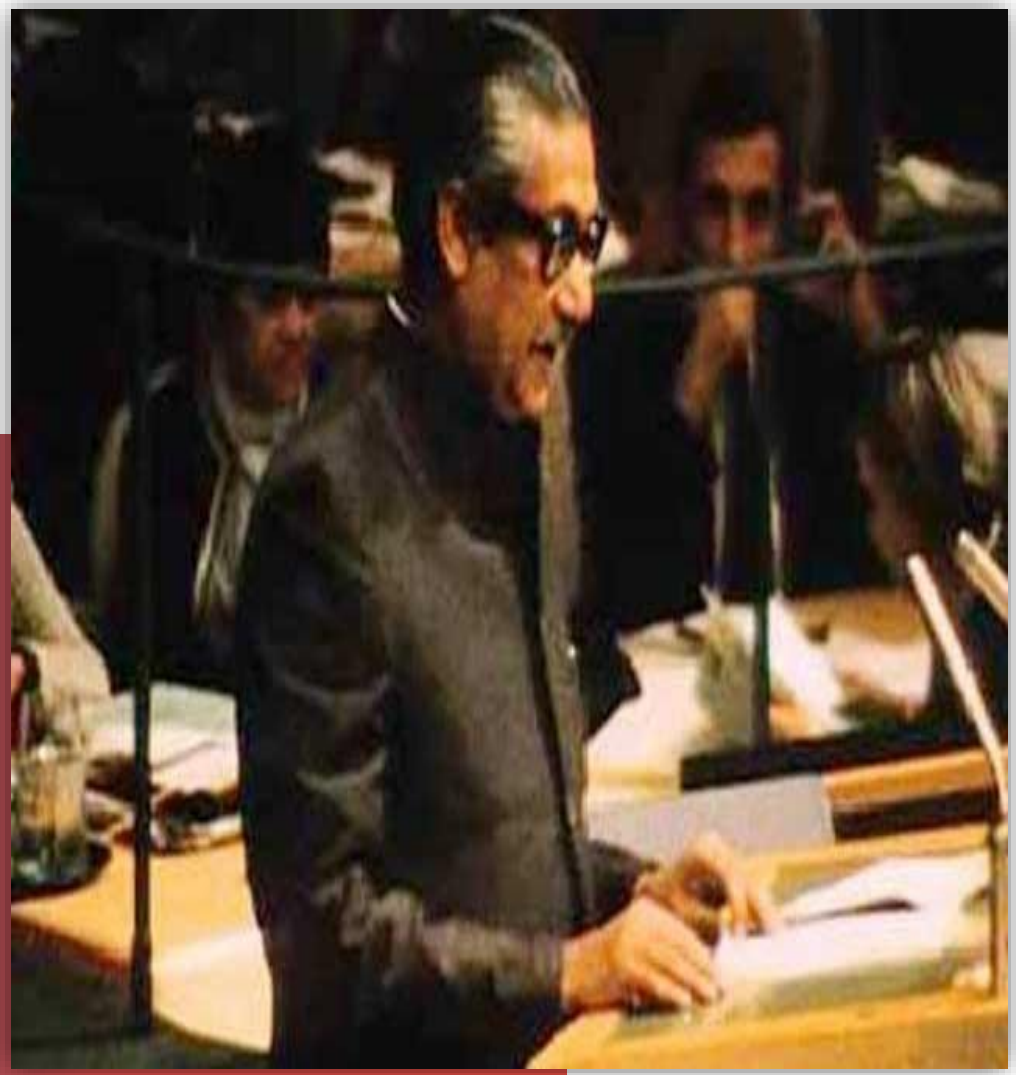

- শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২৯তম অধিবেশনে মাতৃভাষা বাংলায় প্রথম ভাষণ প্রদান করেন।
- প্রথম স্থায়ী প্রতিনিধি জনাব এস.এ.করিম।
- বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি : রাবাব ফাতিমা

- বাংলাদেশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৯-১৯৮০ এবং ২০০০-২০০১ সালের জন্য।

- বাংলাদেশ ইকোসকের সদস্যপদ লাভ করে ১৯৭৬-৭৮; ১৯৮১- '৮৩; ১৯৮৫ - ৮৭; ১৯৯২ '৯৪ এবং ১৯৯৬ - '৯৮ এবং ২০২০-২২ সালের মেয়াদে।

- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) সদস্যপদ লাভ করে ১৭ মে ১৯৭২। ২০০২ সালে বাংলাদেশ WHO এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সদস্যপদ লাভ করে ২২ জুন ১৯৭২।
- খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর সদস্যপদ লাত করে ১২ নভেম্বর ১৯৭৩।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের চাদার পরিমাণ জাতিসংঘের বাজেটের 0.০১%।

১৯৮৬-৮৭ সালে সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে জনাব হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১-১-৯৮ বাংলাদেশ জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য হয়।

১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৫২-তম অধিবেশনে প্রশাসন ও বাজেট সংক্রান্ত ‘পঞ্চম কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ ইউনেস্কো বাংলাদেশের ভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জলবায়ুর পরিবর্তনের বিরূপ পরিবর্তনের মোকাবেলায় ভূমিকা রাখার জন্যে UNEP কতৃক Champion of the Earth পুরস্কারে ভূষিত হন।

২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ভাষণ প্রদাণ করেন।

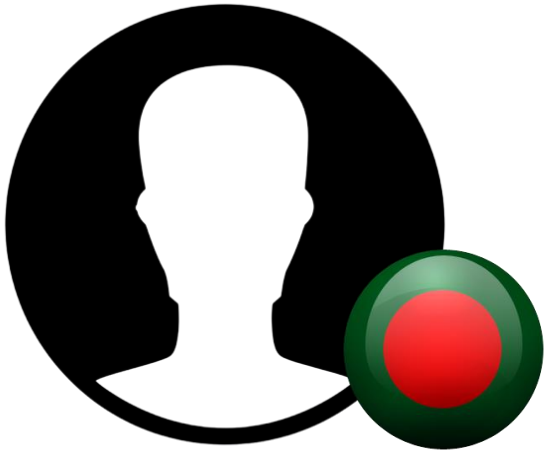

জাতিসংঘে উচ্চপদে

বাংলাদেশি

- জনাব এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া এসকাপের নির্বাহী সচিব হিসেবে (Under Secretary General)-এর পদমর্যাদায় ১৯৮১-১৯৯২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

- বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে ১৯৮৫-৮৬ সালে দায়িত্ব পালন করেন।

বিচারপতি টি. এইচ. খান আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের সদস্য হিসেবে ১৯৯৫ সালে দায়িত্ব পালন করেন।

মেজর জেনারেল আবদুস সালাম মোজাম্মিকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে ১৯৯২ - '৯৫ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

- মেজর জেনারেল মোহাম্মদ হারুন অর-রশিদ জর্জিয়ায় জাতিসংঘ মিশন UNIMIG -এর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।
- মিসেস সালমা খান সিডো এর কার্যকরী পরিষদের চেয়ারপার্সন হিসেবে ২০০০ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।

- আনোয়ারুল করিম চৌধুরী ২০০০ সালের জন্য ইউনিসেফের নির্বাহী বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন।

- ২০০২ সালের মে মাসে বাংলাদেশের প্রার্থী সালমা খান সিডো কমিটির প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ড. ইফতেখার চৌধুরী ২০০০-২০০১ সালের জন্য জাতিসংঘ কমপেনসেশন কমিশনের (ইউএনসিসি) গভর্নিং কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

মিসেস সালমা খান সিডো এর কার্যকরী পরিষদের সদস্যপদে ২০০৩-২০০৫ সাল মেয়াদে নির্বাচিত হন।

২০০৩ সালে জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য ডব্লিউএইচও'র বার্ষিক সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সভাপতি নির্বাচিত হন।

জনাব শফি শামী ২০০০ সালে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক সিভিল সার্ভিস কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হন।

জনাব ওসমান গনি জাতিসংঘের বোর্ড অব অডিটর্সের চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশের সাবেক কম্প্রট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল।

২৪ এপ্রিল ২০১২ আমিরা হক জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশের তৃতীয় এবং প্রথম নারী আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল।

- IPU (Inter parliamentary Union) এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন সাবের হোসেন চৌধুরী।
- স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি এসোসিয়েশন প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন।

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের

ইতিহাস

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশন শুরু হয়। এর প্রথম মিশন ছিল ১৯৪৮ সালে মধ্যপ্রাচ্যে ১৯৪৮ আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের সময় যুদ্ধবিরতি পালন ও বজায় রাখা। তারপর থেকে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬৩টি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে, ১৭টি আজও অব্যাহত রয়েছে। ১৯৮৮ সালে সংস্থাটি শান্তিতে নোবেল লাভ করে।

যদিও জাতিসংঘের চার্টারে "শান্তিরক্ষা" শব্দটি পাওয়া যায় না। সাধারণত অধ্যায় ৬ এবং অধ্যায় ৭-এ (বা তার মধ্যে) অনুমোদন আছে বলে মনে করা হয়। অধ্যায় ৬ নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতার তদন্ত এবং মধ্যস্থতা করার ক্ষমতা বর্ণনা করে, এবং অধ্যায় ৭ অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করার ক্ষমতা, সেইসাথে সামরিক বাহিনীর ব্যবহার, বিতর্ক সমাধান করার ব্যাপারে আলোচনা করে।

জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠাতাগণ ধারণা করেছিলেন যে, এই সংগঠন জাতিসমূহের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রতিরোধ এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ প্রতিযোধে কাজ করবে; তবে, স্নায়ুযুদ্ধের কারণে বিশ্ব ভাগ হয়ে প্রতিকূল ক্যাম্পে পরিণত হয় এবং শান্তিরক্ষা চুক্তি অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে।

স্নায়ুযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর, বিশ্ব শান্তি অর্জনের জন্য সংস্থাটি নতুন করে প্রয়োজন হয় এবং সংস্থাটির শান্তিরক্ষা নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, যা আগের ৪৫ বছরের তুলনায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে আরও বেশি মিশনকে অনুমোদন করে।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ

বাংলাদেশ ১৯৮৮ সালে প্রথম জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে United Nations Iran-Iraq Military Observer Group (UNIIMOG) এ কাজ করে।

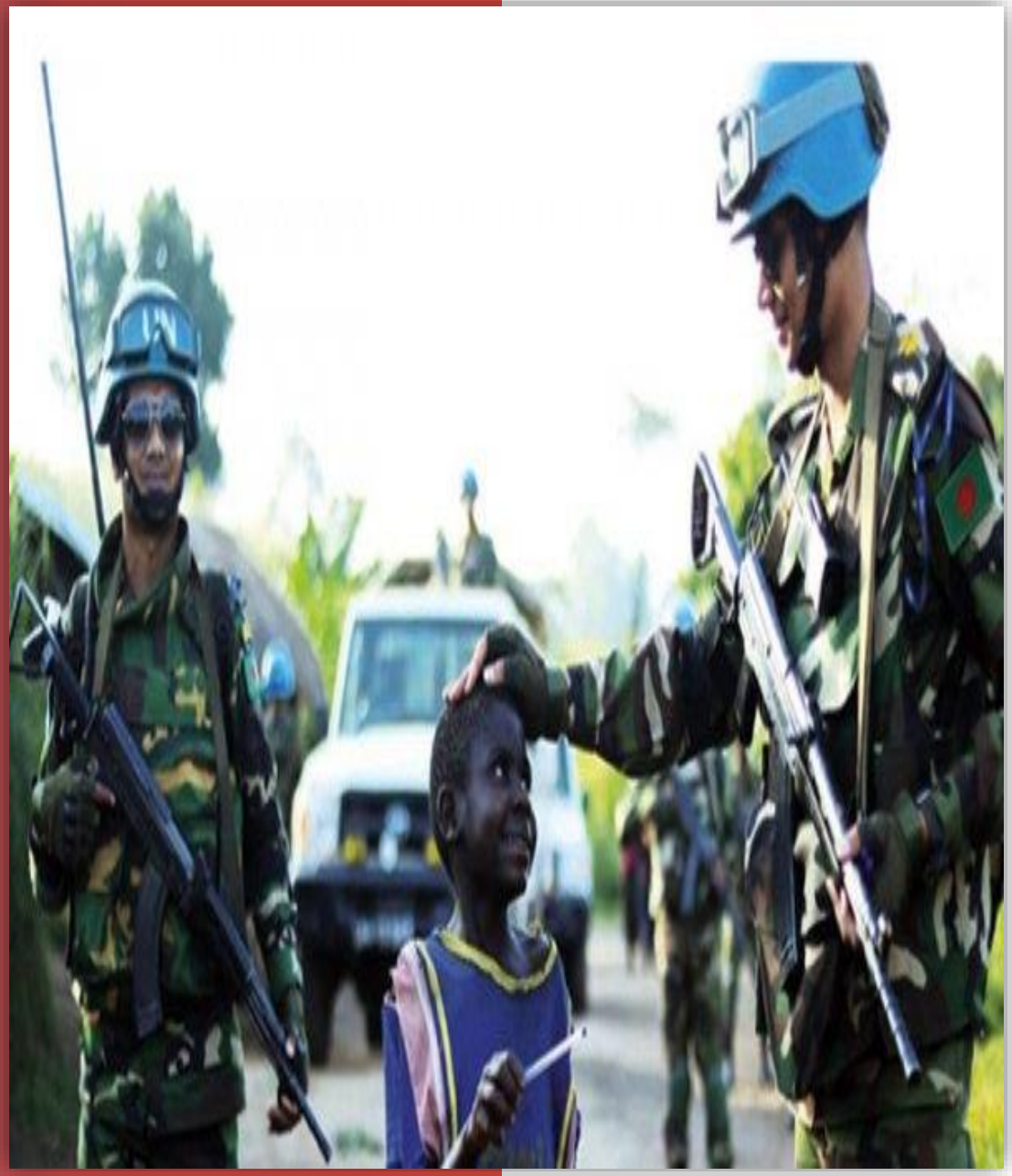

বাংলাদেশ এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ৫৪টি শান্তি মিশনে এবং ৪০টি দেশের শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত মোট ১,২৬,৪৮৯ জন সৈন্য জাতিসংঘের শান্তি মিশনে অংশগ্রহণ করে।

বিভিন্ন মিশনে বাংলাদেশের ১১৮ জন সৈন্য মৃত্যুবরণ করেন এবং আহত হয় প্রায় ১১৩ জন।

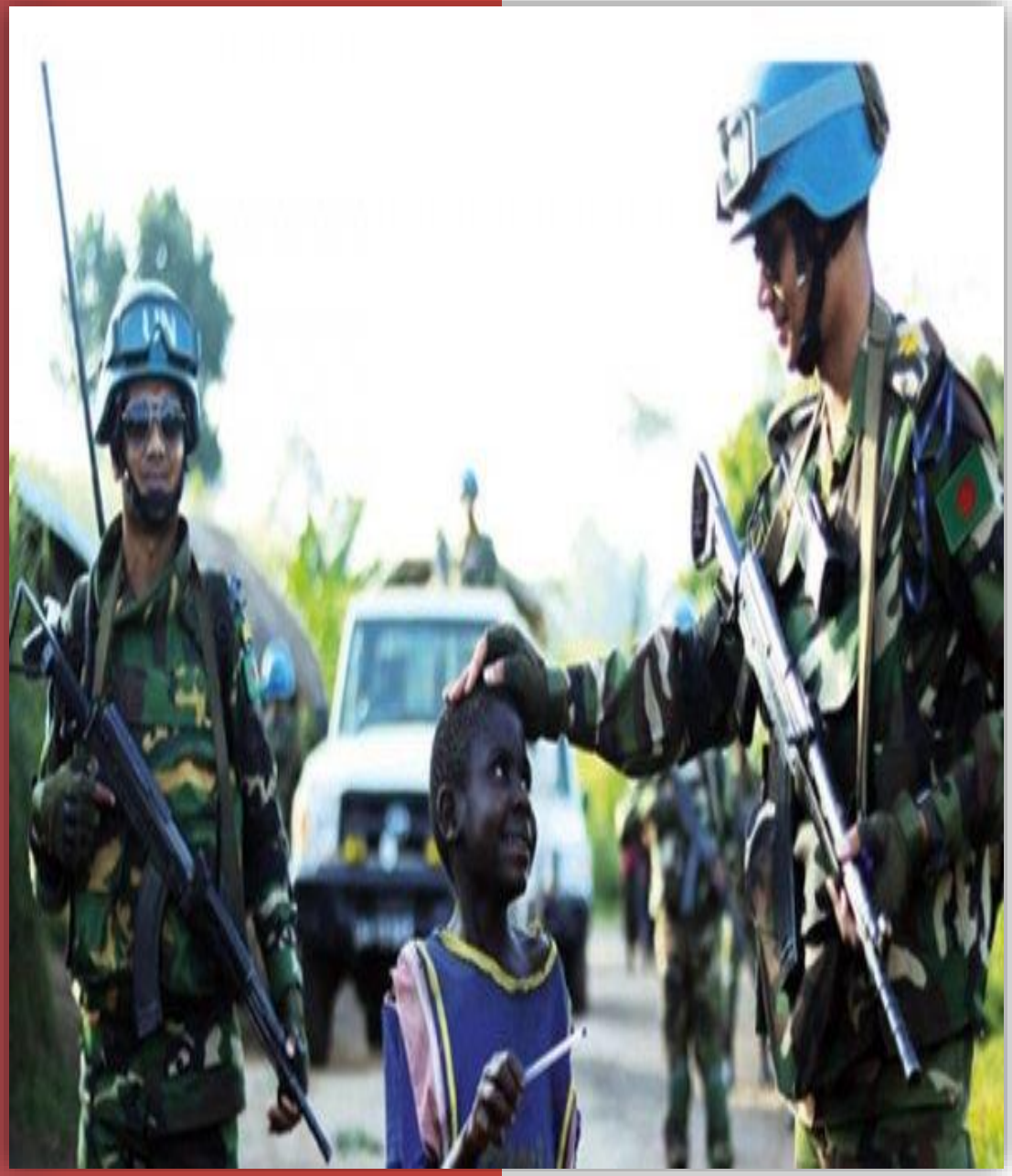

বর্তমানে জাতিসংঘের ৮টি শান্তি মিশনে বাংলাদেশের ৬ হাজার ৮৩৬ জন শান্তিরক্ষী নিয়োজিত আছে এবং বাংলাদেশ ২০২০ সালের সেপ্টেমবরে আবারো শান্তিরক্ষী বাহিনীর সংখ্যায় শীর্ষ স্থান দখল করেছে।

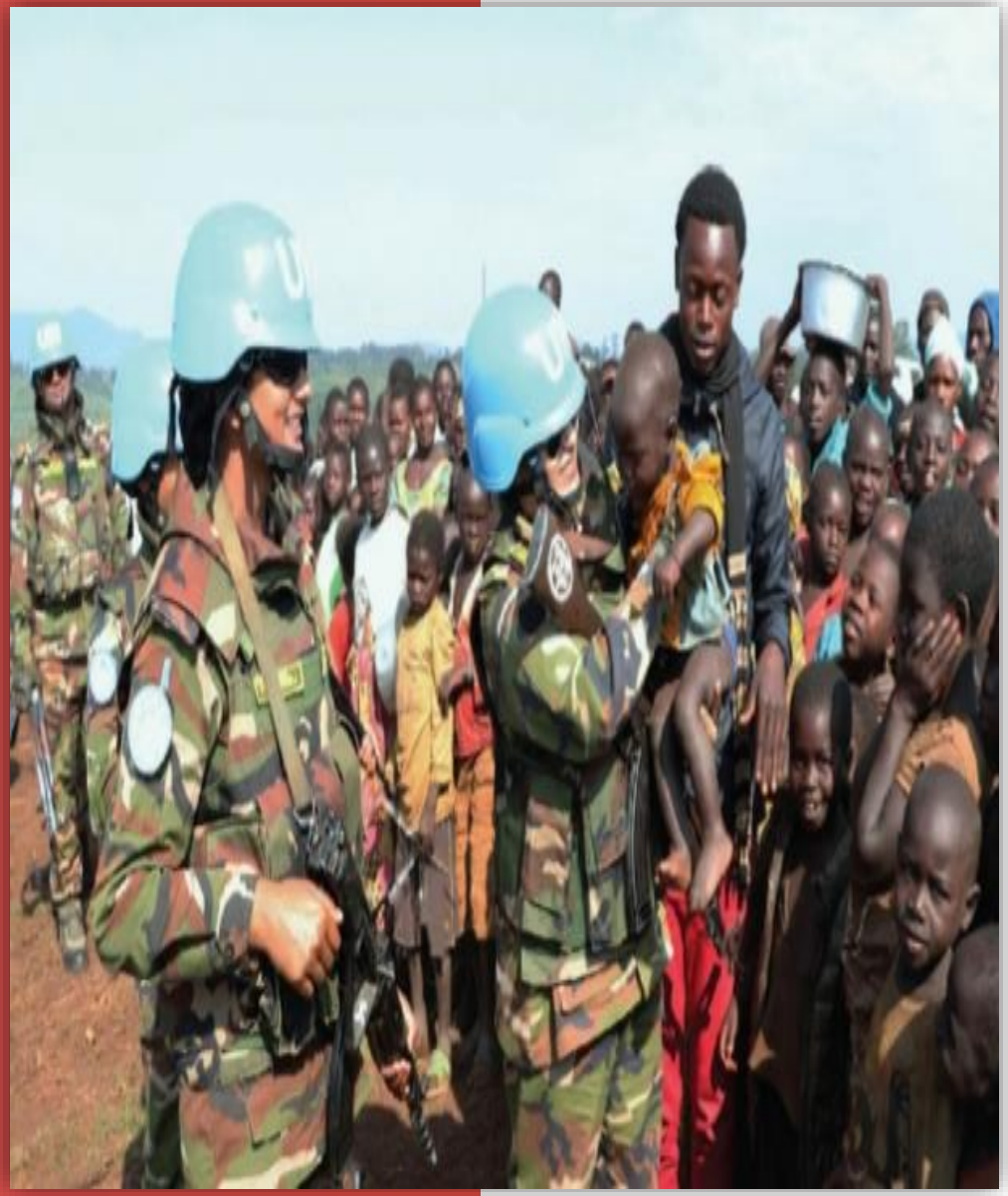

সর্বপ্রথম ৫ জন মহিলা পুলিশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের UNIAET (পূর্ব তিমুরে) অংশগ্রহণ করে। এ মিশনের নেতৃত্ব দেন- এস.পি, মিলি বিশ্বাস। শান্তি মিশনে সৈন্য প্রেরণকারী শীর্ষদেশ হলো বাংলাদেশ।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের

কার্যক্রম

মার্চ ১৯৭১ জাতিসংঘ বাংলাদেশে মানবিক তৎপরতা শুরু করে। গঠিত হয় UNROD নামে জাতিসংঘ ত্রাণতৎপরতা যা পরে UNROB বা বাংলাদেশে জাতিসংঘের বিশেষ ত্রাণ দপ্তর নামে পরিচিত হয়।

জাতিসংঘ সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের দায়িত্ব পালন করেছে UNIC।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) ১৯৭৪ সনে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে। এ পর্যন্ত WFP ৪০০ কোটি টাকার অধিক মূল্যের খাদ্য সাহায্য প্রদান করেছে।

১৯৪৭ সাল থেকেই কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘে জনসংখ্যা তহবিল UNFPA। ২০০৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জন্মনিয়ন্ত্রণকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা নিশ্চিত করতে UNFPA বহুমাত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, পরিবেশ, নারী উন্নয়নে এবং শিশুদের জন্য নিয়ত কাজ করছে UNICEF।

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর মধ্যে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কার্যক্রম শুরু করে।

সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে কাজ করে যাচ্ছে UNHCR।

সুন্দরবনকে UNESCO-এর World Heritage List -এর আওতায় নেয়া হয়েছে ডিসেম্বর-১৯৯৭। তখন হতে সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য কাজ করছে ইউনেস্কো।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত আছে জাতিসংঘের ১১টি সংস্থা। এগুলো হলো - WORLD BANK, IMF, UNTICR, ILO, FAO, WHO, UNICEF. UNFPA, WEP, UNDP UNESCO

ধন্যবাদ